দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 JAN. 2009
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম ৭

ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীকে ক্রেস্ট প্রদান করেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রোকেয়া আকতার বেগম —ইত্তেফাক

প্রতিটি স্কুলে তথ্য প্রযুক্তির সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে : মতিয়া চৌধুরী

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেছেন, দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে উন্নতমানের স্কুল গড়ে তোলা হবে। পর্যায়ক্রমে উপজেলাগুলোতেও একই মানের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। তিনি বলেন, উচ্চ শিক্ষা এবং ভালো চাকরির ক্ষেত্র রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ মেট্রোপলিটন শহর-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ফলে মফস্বলে এক ধরনের বন্ধ্যাত্ব বিরাজ করছে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে চলমান এই বৈষম্য দূর করতে হবে। তিনি বলেন, আগামী পাঁচ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তি গড়ে তোলা হবে। যার ধারাবাহিকতায় ভিশন ২০২১ বাস্তবায়িত হবে। এ লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি স্কুলে তথ্য-প্রযুক্তির সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হবে। শনিবার ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে কৃষিমন্ত্রী একথা বলেন। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রোকেয়া আকতার বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্কুলের গভর্নিং বডির একাধিক সদস্য বক্তব্য রাখেন। স্কুলের কৃতী ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মতিয়া চৌধুরী বলেন, অভিভাবকরা সন্তানকে স্কুলে দিয়ে তাদের বাসায় না ফিরিয়ে নেয়া পর্যন্ত স্বস্তিতে থাকতে পারছে না। অভিভাবকদের এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি দিতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সেইজন্যই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে একজন নারীকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, ভিকারুননিসা স্কুলই বাংলাদেশ নয়। এছাড়া ভিকারুননিসার মতো দুই-একটি স্কুল দিয়ে দেড় কোটি মানুষের রাজধানীতে সকলকে ভালো মানের শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। তাই অন্য স্কুলগুলোর মানোন্নয়নে ভালো স্কুলগুলোর উচিত এ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়া।

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বলেন, ২০০৭ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের এক তদন্তে এই প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি ধরা পড়ে। এর কিছুটা লাঘব হলেও সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক দুর্নীতির সমাধান এখনও হয়নি। তিনি বলেন, মূল শাখার জুনিয়র ও সিনিয়র ভবন দুটি ১৯৫২ সালে একতলার ফাউন্ডেশন দিয়ে তৈরি করা। এখানে দ্বিতল ও তিনতলা ভবন নির্মাণ করার ফলে ভবন দুটি বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে।